বিশেষ সংখ্যা

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

বুধবার, ১৪ নভেম্বর ২০১৮

গত দুই সপ্তাহ ধরে জনগোষ্ঠীর থেকে যে মতামত পাওয়া গেছে তা ইংগিত দেয় যে মায়ানমারে প্রত্যাবাসন নিয়ে শরণার্থীদের দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে, সেই সাথে বিভিন্ন ধরণের গুজব ছড়াচ্ছে এবং আরও তথ্যের স্পষ্ট চাহিদা রয়েছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হল প্রত্যাবাসন, যা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন এবং আশংকা রয়েছে। জনগোষ্ঠীর বহু আশংকার মূলেই রয়েছে প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত কিভাবে নেওয়া হচ্ছে এবং কি পদ্ধতিতে এটা করা হবে সেই বিষয়ে তথ্যের অভাব। এই আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে *যা জানা জরুরির* এই বিশেষ সংখ্যায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে যে গুজব ও দুশ্চিন্তাগুলি রয়েছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই মতামতগুলি জনগোষ্ঠীর সদস্যদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং মাঝী ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি এবং এর ফলাফল কি দাঁড়াবে তা নিয়ে ভয়: প্রত্যাবাসন নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত

সূত্র: ৬ই নভেম্বর থেকে ১১ই নভেম্বরের মধ্যে ইন্টারনিউজের ১৪ জন কমিউনিটির সংবাদদাতার ক্যাম্প ১পূ:, ১প:, ২পূ:, ২প:, ৩, ৪, ৪ এক্সটেনশন, ৭ এবং ২১ নম্বর ক্যাম্প থেকে কোবো কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা মতামত। প্রত্যাবাসন সম্পর্কে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গুরুতর আশংকা ও প্রশ্নগুলি তুলে ধরার জন্য মোট ১১৬টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইন্টারনিউজ ইংরেজি এবং বাংলা লিপি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষায় মতামত সংগ্রহ করেছে। পাশাপাশি ১, ২, ৮ এবং ১৪ নম্বর ক্যাম্পে বিবিসি মিডিয়ে একশন পরিচালিত মাঝিদের সাথে বিস্তারিত সাক্ষাতকার প্রাপ্ত তথ্যের সাথে ইন্টারনিউজের তথ্যের প্রসঙ্গিকীকরণ করা হয়েছে।

প্রক্রিয়া স্পষ্ট নয়

জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে প্রত্যাবাসনের পদ্ধতি কি হবে তা স্পষ্ট নয় এবং এই বিষয়ে মানুষের 'না জানা' একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই এই আশংকায় রয়েছেন যে, জোর করে প্রত্যাবাসন করা হবে।

বিশেষত, নামের তালিকা কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকা এবং তালিকায় কার কার নাম রয়েছে তা না জানাই যে এই পদ্ধতি সম্পর্কে ভয়ভীতির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা জনগোষ্ঠীর মানুষ এবং মাঝি উভয়ই বারবার উল্লেখ করেছেন এবং এই কারণেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। জনগোষ্ঠীর সদস্যরা বুঝতে পারছেন না যে তালিকায় কিভাবে নাম যোগ করা হচ্ছে এবং মাঝীকে অনুরোধ করছেন যাতে তাদের নাম যোগ করা না হয়।

প্রত্যাবাসন সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম সংবাদ প্রকাশ হওয়ার আগে থেকেই শরণার্থীরা ফর্ম পূরণ করা বা ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া নিয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। সাম্প্রতিক খবরাখবর পাওয়ার সাথে সাথে মানুষের উদ্বেগ বেড়েছে এবং এখন বহু মানুষ কোনও ধরনের ফর্মই ভরতে চাইছেন না এবং বহু মাঝী জনগোষ্ঠীর অন্যান্যদের সাহায্য করছেন, যাতে কোনো কাগজপত্রে তাদের নাম তোলা না হয়।

> "আমরা শুনেছি যে প্রথমে ৮০০০ মানুষকে ফেরত পাঠানো হবে এবং প্রত্যেক ব্লকের নেতা পাঁচ থেকে দশটি পরিবারকে বেছে নেবে। ফেরত পাঠানো মানুষদের মায়ানমারে আই.ডি.পি ক্যাম্পে রাখা হবে। তারা কিভাবে ওই আই.ডি.পি ক্যাম্পে থাকবে জানি না কারণ তাদের মতে তারা এখানে বাংলাদেশেই ভালো আছে।"
>
> – নারী, ৪৯, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

> "আমাদের প্রধান মাঝি দশটি পরিবারের তালিকা দিয়েছে যাদের মায়ানমারে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা শুনেছি যে এই তালিকাটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে থেকে এসেছে।"
>
> – পুরুষ, ২৮, ক্যাম্প ১পূর্ব

ফেরত গেলে কি হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা

জনগোষ্ঠীর অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা এই যে মায়ানমারে ফেরত পাঠানো হলে মায়ানমারের সেনাবাহিনী তাদের মেরে ফেলবে। এছাড়াও জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই নিয়ে প্রবল ভীতি আছে যে মায়ানমারে ফেরত গেলে হয়ত তাদের উপর অত্যাচার করা হবে বা বাংলাদেশে ফিরে আসতে বাধ্য করা হবে। অন্যান্যরা আশংকা করছেন যে তাদের এখন ফেরত পাঠানো হলে এবং তারা আবার সহিংসতার সম্মুখীন হলে, হয়ত আর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সুযোগ পাবেন না।

> "আমরা জানি না, আমাদের কি জোর করে ফেরত পাঠানো হবে? আমরা ভয়ে আছি যে তারা যদি আবার আমাদের উপর অত্যাচার করে আর মেরে ফেলে, আমাদের আর বাংলাদেশে ফিরে আসার রাস্তা থাকবে না। আমরা যদি রোহিঙ্গা হিসেবে স্বীকৃতি না পাই, তাহলে মেরে ফেললেও আমরা যাব না।"
>
> – পুরুষ, ৭০, ক্যাম্প ৭

> "গত ৫৫ বছরে আমরা তিন বার এসেছি কারণ আমাদের মানুষরা বর্মী সরকারের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারেনি। কতবার আমরা আসব আর যাব? অতীতে আমরা যেতে না চাইলে আমাদের জোর করে পাঠানো হত।"
>
> – নারী, ৫৫, ক্যাম্প ২ পশ্চিম

জনগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের আশংকাগুলি তুলে ধরার জন্য মাঝিদের অনুরোধ জানাচ্ছেন যা জনগোষ্ঠীর নেতাদের এই অবস্থানকেই জোরদার করে যে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করা না হলে এবং তাদের নিরাপত্তার বিষয়টা সুনিশ্চিত করা না হলে তাদের পক্ষে মায়ানমারে ফেরত যাওয়া অসম্ভব। সকল মাঝিরা মনে হয় এই শর্তগুলির বিষয়ে জানেন - রোহিঙ্গাদের জাতিগোষ্ঠী (নৃগোষ্ঠী) হিসাবে স্বীকৃতি; জীবনের নিরাপত্তা; রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি; মানবাধিকার, যার মধ্যে রয়েছে মায়ানমারের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারা (শিক্ষা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম ইত্যাদির জন্য); এবং গণ মাধ্যম ও এনজিও'দের রাখাইনে প্রবেশাধিকার দেওয়া।

একজন মাঝি জনগোষ্ঠীর আশংকা নির্মম ভাষায় তুলে ধরেছেন, তিনি বলেছেন যে মায়ানমারে গিয়ে মরার থেকে বাংলাদেশে মারা যাওয়া অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণাদায়ক হবে, কারণ জনগোষ্ঠী মনে করছে যে সেখানে মেরে ফেলার আগে হয়ত তাদের উপর অত্যাচার বা ধর্ষণ করা হবে। তিনি জনগোষ্ঠীর এই বিশ্বাসের কথাও জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে মারা গেলে তাদের অন্তত জানাজা (মুসলমানদের মৃত্যুর পরের নমাজ) এবং দাফন (কবর) করার অনুমতি দেওয়া হবে।

> “যদি আপনারা আমাদের মারতে চান, পুড়িয়ে দিন বা গুলি করুন - কিন্তু দয়া করে এটা বাংলাদেশে করুন। তবুও, আমরা মায়ানমার ফিরে যাব না। এখানে অন্তত আমি জানাজা পাবো। এই দেশের সরকার মায়ানমারের সরকারের মত অতটা নিষ্ঠুর নয়।”
>
> – মাঝি

আশংকার অন্যান্য কারণ

রোহিঙ্গারা সেই সাথে প্রত্যাবাসনের সাথে যুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন।

মানবিক সংস্থাগুলির ভূমিকা:

বহু রোহিঙ্গাই বলেছেন যে তারা এখন মায়ানমারে ফিরে গেলে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি কিভাবে সুনিশ্চিত করা হবে তা তারা জানেন না। মানুষের মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে ভাবতে রাজী আছেন যদি জাতিসংঘ তাদের মেরে ফেলা হবে না বা তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না তা নিশ্চিত করে এবং জনগোষ্ঠীর সাথে ভবিষ্যতে কি ঘটছে তার উপর নজর রাখে।

> “কে আমাদের খেয়াল রাখবে যদি আমরা সেখানে যাওয়ার পরে বর্মী সেনারা আবার আমাদের ওপর অত্যাচার করে? আমরা আবার বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারব না। ইউ.এন.এইচ.সি.আর কি আমাদের দায়িত্ব নেবে?”
>
> – পুরুষ, ২৮, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

> “যদি জাতিসংঘ, ইউ.এন.এইচ.সি.আর আশ্বস্ত করে যে তারা আমাদের দিকে খেয়াল রাখবে, তবেই আমরা যাব।”
>
> – পুরুষ, ৪২, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

ন্যায় এবং অধিকার:

তাদের মতামত থেকে এটা পরিষ্কার যে তারা স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে চাইবেন না যতক্ষণ না তারা যে ঘটনার কারণে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তার ন্যায়বিচার করা হচ্ছে। জনগোষ্ঠীর কিছু সদস্য বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত থেকে ন্যায় না পেলে তারা ফিরে যাবেন না, তাতে যদি তাদের বাংলাদেশে মৃত্যুও হয় তাহলেও।

রাখাইনের আই.ডি.পি ক্যাম্প:

ফিরে যাওয়া মানুষদের মায়ানমারে কোথায় থাকতে দেওয়া হবে সে বিষয়েও প্রশ্ন আছে। কিছু রোহিঙ্গার মতে মায়ানমারের আই.ডি.পি ক্যাম্পের থেকে বাংলাদেশের ক্যাম্পে থাকাই ভালো।

ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড এবং রোহিঙ্গা পরিচয়পত্র:

বহু রোহিঙ্গাই জানিয়েছেন যে তারা ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড চান না। এর বদলে তারা চান যে তাদের রোহিঙ্গা হিসাবে শনাক্ত করা হোক বা অন্য কোনো নথি দেওয়া হোক যাতে তাদের মায়ানমারের নাগরিক হিসাবে শনাক্ত করা হবে। এমন না করা হলে তারা ফিরে যেতে চান না।

> “আমরা আই.সি.সি থেকে ন্যায়বিচার চাই। ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না।”
>
> – নারী,৫৫, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

> “৩০শে অক্টোবর মায়ানমার এবং বাংলাদেশী সরকার একটা সমঝোতা করেছে। তারা বলেছে যে তারা সমস্ত উদ্বাস্তুদের মায়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তারা আমাদের ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড দেবে এবং আমাদের পাঁচ মাসের জন্য একটা আই.ডি.পি ক্যাম্পে থাকতে দেবে। তারপর তারা আমাদের নিজেদের জায়গায় নিয়ে যাবে।”
>
> – পুরুষ, ৪৩, ক্যাম্প ১ পূর্ব

> “আমরা চিন্তায় আছি যে তারা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আর এন.ভি.সি কার্ড দেবে। আমরা এন.ভি.সি কার্ড নেব না; আমরা এমন কার্ড চাই যাতে আমাদের রোহিঙ্গা বলা হবে।”
>
> – পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ৪

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।